দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে গতকাল রোববার প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বঙ্গভবন, জাতীয় সংসদ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইন্টার্নি করা হবে

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, শিক্ষা সমাপনের আগেই যাতে ছাত্রছাত্রীরা দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী ও আইন প্রণয়নকারী অফিসের কাজের ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে তার জন্য গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বঙ্গভবন, জাতীয় সংসদ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইন্টার্নি হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

রোববার দুপুরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের ১০ বছর পূর্তি ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন '০২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

বেগম জিয়া বলেন, কম্পিউটার লিটারেসির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা স্কুলে স্কুলে কম্পিউটার বিতরণ শুরু করেছি। গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থী, বিশেষ করে মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটার

ইন্টার্নিং ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

ইন্টার্নি ঃ ছাত্রছাত্রীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার জন্য আমরা 'প্রধানমন্ত্রীর স্কলারশিপ' চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সর্বস্তরে ইংরেজি শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছি। বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভাগীয় শহরে 'ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি' চালু করেছি। দীর্ঘ ছুটির সময় ছাত্রছাত্রীরা যাতে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন ও উপার্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এম. আবদুল কাদির ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম. ওসমান ফারুক, খুলনা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী রেদোয়ান আহমেদ, খুলনার মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান ও খুলনা-২ আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ এবং বিসিবি'র চেয়ারম্যান আলী আজগর লবী।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আরও বলেন, গত বছর ১১ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিন্যাসে, বিশ্ব অর্থনীতিতে এমনকি আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রেও। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এ হলো রূঢ় বাস্তবতা। পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে আমাদেরই দেশের একশ্রেণীর নেতা ও নেত্রী। তারা দেশ ও বিদেশে নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে আমরা নাকি উগ্রপন্থী, আমরা নাকি মৌলবাদী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছে তাদের প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি হলের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ দিনে উন্নত খাবারের জন্য ৬ লাখ টাকা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়ার জন্য আরও ৫ লাখ টাকা দেয়ার ঘোষণা দেন।

উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সরকারি বরাদ্দের দাবি জানান। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অন্যান্য অনুষ্ঠান ঈদের পর আয়োজন করা হবে।